জন ভোগান্তি নিরসনে ঝিনাইদহ কলাবাগান বাসীর স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ পৌরসভার নাগরিকদের জনজীবন দিনকে দিন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। মানুষ নাগিরক হিসেবে সেবা পাচ্ছে না। পৌর কর ও ট্যক্স পরিশোধ করেও অনুন্নত পরিবেশ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

শহরের নিয়ন বাতির আলোর নিচে অনেকটা ঘুটঘুটে অন্ধকারের দশা। পৌর এলাকার রাস্তা ঘাট ও ড্রেন নিয়ে মানুষের অভিযোগের অন্ত নেই। সামান্য বৃষ্টি হলে শহরের পাড়া মহল্লা তলিয়ে যায়।

ড্রেনের পানি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কোন ড্রেনেই পানি প্রবাহ নেই। বেশির ভাগ ড্রেন ভেঙ্গেচুরে মুখথুবড়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কার কাছে যাবে নাগিরকিরা বুঝে উঠতে পারছে না। প্রায় একযুগ নির্বাচন বিহীন ঝিনাইদহ পৌরসভায় পৌর প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হলেও কাজের কোন গতি নেই।

নগরবাসি অভাব অভিযোগ দেওয়ার জায়গা পাচ্ছেন না। কারণ পৌর প্রশাসক সব সময় অফিসে থাকেন না। কাউন্সিলরদের কাছে গেলে তারা অসহায়াত্বের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন।

ফলে প্রায় পাড়া মহল্লায় দেখা যাচ্ছে নিজ নিজ বাড়ির সামনের রাস্তা নিজেরাই মেরামত করে নিচ্ছেন। কোন কোন এলাকায় পানির নিদারুন সংকট দেখা দিয়েছে।

এদিকে চলাচলের অযোগ্য রাস্তা মেরামতের দাবীতে রোবববার ঝিনাইদহ পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের কলাবাগান এলাকার বাসিন্দারা স্মারকলিপি দিয়েছে ঝিনাইদহ পৌর প্রশাসকের কাছে।

পৌরসভার সচিব নুর মোহাম্মদ প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহন করেন। এ সময় সাবেক শিক্ষক তোজাম জোয়ারদার, স্থানীয় কমিশনার প্রার্থী মীর লাভলু, ইসলাম উদ্দীন, সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম লিটন, ব্যবসায়ী দিপু, ওবাইদুর রহমান ও কামরুজ্জামান লিমনসহ এলাকাবাসি উপস্থিত ছিলেন। স্মারকলিপি গ্রহন করে ঝিনাইদহ পৌরসভার সচিব নুর মোহাম্মদ দ্রুতই রাস্তাটি সংস্কারের আশ্বাস দেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আরাফাত রহমান এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,একটি জেলার সুন্দরতম পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেই জেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটির বিশেষ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে।

আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন, শহরের যানজট নিরসন, লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, ভেজাল কসমেটিকস প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মাদক সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করে দ্রুত বিচার সম্পন্ন এবং চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা, ভ্রাম্যমাণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়াও জেলার চোরাচালান প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটি, জেলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি, জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, ঔষুধের অনিয়ম প্রতিরোধ সংক্রান্ত জেলা অ্যাকশন কমিটি, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বিপিএম (সেবা),চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার শামীম ভূইয়া সহ এসময় বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি প্রধানগণ,, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহনে জেলার বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে পান হাটে অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধের দাবিতে পানচাষীদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পানের হাটে বিক্রেতাদের নির্ধারিত টোল ছাড়াও অতিরিক্ত টাকা আদায় বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্থানীয় পানচাষীরা।

গত শনিবার বিকাল ৫টায় উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের ভবানীপুর পান হাটের কালীতলায় এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে মনোহরদীয়া ইউনিয়নের কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম গাজীপুর গ্রামের মোঃ আলম হোসেনসহ অংশ গ্রহণকারী পান চাষিরা বলেন, ভবানিপুর পান হাটে নিদিষ্ট হারে টোল আদায় করার পরেও কৃষকদের নিকট থেকে শতকরা ৫টাকা হারে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। যা দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে।

প্রতিবাদ জানালে ব্যাপারিরা পান কেনা বন্ধ করে দেয়। আমরা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাই। এ ব্যাপার অভিযোগ দিলে ২০০৬ সালে কয়েকজন ব্যাপারীর জেল জরিমানা হয় এবং কিছু দিনের জন্য এই অতিরিক্ত টাকা আদায় বন্ধ ছিল।

পরে আবার পান ব্যাপারী কাসেম, খলিল, রজন, সুমন দে, ঝন্টু, সুজিত কুমারের নেতৃত্বে একটি সিন্ডিকেট করে আবার অতিরিক্ত ৫% আদায় শুরু করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এবার পান হাটের হাটের সরকারি ভ্যাটসহ ডাক হয়েছে ৩১ লাখ টাকা। সপ্তাহে প্রতি দিন হাট বসে এবং দিনে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার পান বিক্রয় হয়। তাছাড়া পানের ভরা মৌসুমে এ বিক্রির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়।

অত্র এলাকার কৃষকরা আরো জানান ঝিনাইদহ সদরে আরো পান হাট আছে। সেখানে ১০ হাজার টাকার পান বিক্রয় করলে শুধু ৩০ টাকা খাজনা লাগে,

ঝিনাইদহ, হলিধানী, জালালপুর, বিন্নী পান হাট সহ আরো বিভিন্ন জায়গায় পানের হাট গুলো রয়েছে সেখানে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে না।

কিন্তু ভবানীপুরসহ হরিণাকুণ্ডুর জোড়াদহ ও আমের চারা পান হাটে ১০ হাজার টাকার পান বিক্রয় করলে খাজনা ২০ ছাড়াও ৫ টাকা জোরপূর্বক ব্যাপারীরা আদায় করে। এই অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধের দাবিতে কৃষকদের পক্ষে স্থানীয় কৃষক বীর বসির আহম্মেদ জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত আবেদন করেছেন।

এব্যপারে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা গোলাম মারুফ খান জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের নেতৃত্বে বাজার মনিটরিং কমিটি আছে তারাই এসব দেখভাল করেন, তবে পান হাটে অতিরিক্ত টাকা আদায় করলে অবশ্য সেটা অন্যায় এবং তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তাহেরহুদা ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মুঞ্জুর রাশেদ বলেন ব্যাপারীরা অতিরিক্ত আদায় করলেও দীর্ঘদিন ধরে এটা প্রচলিত রয়েছে হঠাৎ বন্ধ করতে গেলে বাজারের উপরে প্রভাব পড়বে। তবে ব্যাপারটি সুরাহা করা যায় কিনা আমি ঢাকা থেকে ফিরে এসে দুই পক্ষকে নিয়ে বসে চেষ্টা করবো।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম বলেন, বিষয়টি আমি জানি। শোনার পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সেখানে পাঠিয়েছিলাম। এটি যেন বন্ধ হয় তার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার খাসকররায় ২য় ধাপে টিসিবির পণ্য বিক্রয়

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নে নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে ১ হাজার ৭৮ জনকে টিসিবির পণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার দিনব্যাপী সরকারি ভর্তুকি মূল্যে এ পণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জানাগেছে, রমজান উপলক্ষে সরকারি ভাবে বিভিন্ন টিসিবির পণ্য সামগ্রী সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে ২য় ধাপে নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে বিক্রয় করা হয়। মালামাল বিতরণ কার্যক্রমে দায়িত্বপালন করেন মেসার্স কাজলী ট্রেডার্স।

পণ্য সামগ্রী বিক্রয়কালীন সময়ে উপস্থিত ছিলেন খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: তাছফির আহমেদ মল্লিক (লাল),

টিসিবি পন্য বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের কর্মকর্তা মো: জামাল হোসেন ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা সামসুদ্দীন, তিয়রবিলা ক্যাম্পের আইসি সালাউদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব আশাদুল, সহ ইউ,পি সদস্যবৃন্দগণসহ আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই-সাইফুজ্জামান শিখর এমপি

দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। বহুমুখী মানবকল্যাণ সংস্থা ও সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়ের যৌথ আয়োজনে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ উপলক্ষে শনিবার বিকেলে মাগুরা শহরের সৈয়দ আতর আলি রোডে এক বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বহুমুখী মানবকল্যাণ সংস্থার সভাপতি ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড. সাইফুজ্জামান শিখর। এসময় তিনি বলেন, জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রুপান্তরিত করার নানামুখি প্রয়াস মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিয়েছেন। সে প্রয়াস থেকেই প্রতিটি ব্যক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহা পরিচালক শেখ রফিকুল ইসলাম। বহুমুখী মানবকল্যাণ সংস্থার নির্বাহী সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক আহমেদ পিপুলের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শহিদুল ইসলাম, সমাজ সেবার মাগুরার উপ পরিচালক আসাদুল ইসলাম ।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, সাংবাদিক সমিতির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, সমাজসেবার ঝিনাইদহ উপ পরিচালক আব্দুল লতিফ প্রমুখ।

একইসাথে বহুমুখী মানবকল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া অফিসে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরার তিনজন কম্পিউটার এবং ড্রাইভিং প্রশিক্ষনার্থী তাদের অভিব্যক্তির কথা ব্যক্ত করেন। তারা আয়োজক প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দসহ কয়েকশত বেকার নারী ও পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।
এ কর্মসূচীর আওতায় মাগুরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলায় ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিকস এবং কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন কোর্স চালু হয়েছে। ৫ জেলার ২৩ টি উপজেলার ৬ হাজার জন ৬ শত নারী ও পুরুষকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে ইফতার মাহফিল

জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গের আয়োজনে

ইফতার ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার গাংনী উপজেলা অফিসার্স ক্লাব মিলনায়নে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলে গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদেন সাবেক ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, নজরুল ইসলাম, হিসাব উদ্দীন, আব্দুল হান্নান, আব্দুল বাকী প্রমুখ।।

গাংনী পৌর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতুসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এসময় মুক্তিযোদ্ধারা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শারীরিক প্রতিবন্ধী সাদিয়ার চিকিৎসার দ্বায়িত্ব নিলেন জাহেদী ফাউন্ডেশন

সাদিয়ার বয়স মাত্র ৫বছর। অভাব কি? তা বোঝার বয়স এখনো হয়নি তার। তবে সাদিয়া বোঝে হাটতে না পারার কি যন্ত্রণা।

ভাই বোনদের মত সেও চাই হাটতে চলতে চাই,চাই খেলা করতে,চাই স্কুলে যেতে। কিন্তু জন্ম থেকে শারিরিক প্রতিবন্ধী সাদিয়ার নেই সে ক্ষমতা। ডাক্তার বলেছে চিকিৎসা করাতে পারলে সে সুস্থ্য হবে।

সাদিয়া ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের ইছাহকের মেয়ে। তাইতো দরিদ্র মা তার শিশুুটিকে নিয়ে ঘুরছেন

মানুষের দ্বারে দ্বারে।

ছোট্ট শিশুকন্য সাদিয়াকে দেখে কার না মায়া লাগে! আর তাইতো দুপাঁচ টাকা দিচ্ছেনও অনেকে।কিন্তু তার চিকিৎসার ব্যায় হবে প্রায় লক্ষাধীক টাকা।

এমন রিদয় বিদয়ক ঘটনা দেখে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌর মেয়র ফারুক হোসেন নেন সাদিয়ার চিকিৎসার দ্বায়িক্ত। ডাক্তারী পরামর্শ নিয়ে জাহেদী ফাউন্ডেশনে আবেদনের মাধ্যমে নাসের শাহরিয়া মুহুলের মাধ্যমে চিকিৎসার দ্বায়ভার এবং চিকিৎসা বাবদ নগট তুলে দেন ৫৫ হাজার টাকা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন,প্যানেল মেয়র সিদ্দিকুর রহমান,আব্দুর রাজ্জাক,উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সস্পাদক জাফিরুল ইসলাম প্রমূখ।

একই সময় হরিণাকুণ্ডু পৌর সভার পক্ষ থেকে প্রতিটি মসজিদে নগদ দশ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানসহ এডিপির অর্থায়নে ১০৬টি টিউবওয়েল স্থাপনা পরিদর্শন করেন পৌর মেয়র ফারুক হোসেন।

ফুটন্ত সূর্যমুখী কুষ্টিয়া শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে

কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডের সড়ক বিভাজনের মাঝে সূর্যমুখী ফুলের বীজ বপন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এর মুল নায়ক কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগ কর্মী ইন্তাদুল হক পাপ্পু। তার বাড়ী মিরপুর উপজেলার আমলা এলাকায়।

কৃষক বাবার মাঠের জমিতে সূর্যমুখী চাষে অভিভূত হয়ে তিনি কুষ্টিয়া শহরের এই সড়ক বিভাজনের মাঝে সূর্যমুখী ফুলের বীজ রোপণের উদ্যোগ নেন। এরপর মাস দুয়েক আগে তিনি আধা কেজি সূর্যমুখী বীজের চারা রোপন করেন।

সেই বীজ অঙ্কুরোদগম হয়ে এই দুই মাসে প্রস্ফুটিত হয়ে হলুদাভ ফুল

ফুটতে শুরু করেছে। সূর্যমুখী ফুলের জন্য রাস্তাটি সৌন্দর্য বাড়িয়েছে, এছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সহযোগিতা করছে এই ফুল গাছগুলো। সারি সারি সূর্যমুখী ফুলের হলুদ রঙে মন ছুঁয়ে যাচ্ছে চলাচল রতপথচারী ও ব্যবসায়ীদের।

রাতে যেমন আইল্যান্ডের আলোতে রাস্তাটিকে আলোকিত করে ঠিক তেমনি দিনের বেলায় সূর্যমুখী ফুলের হলুদ রঙে সৌন্দর্যটা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

এন এস রোডের মৌবনের সামনে ছবি তুলছিলেন মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আনজুম জনী। তিনি জানান, সড়কের মাঝে সূর্যমুখী ফুল গুলো ফুটে থাকে যা দেখে অনেক ভালো লাগে। তাই ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারলাম না।

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি স্বপন হোসেন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে ছাত্রলীগ কর্মী ইন্তাদুল হক পাপ্পু যে সূর্যমুখী ফুল গাছ লাগিয়েছে এর থেকে বোঝা যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার কতটা ভালোবাসা রয়েছে। কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগ কর্মী পাপ্পুর প্রতি রইল ভালোবাসা।

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগ কর্মী ইন্তাদুল হক পাপ্পু জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে সূর্যমুখী ফুলের বীজ বপন করেছিলাম এন.এস রোডে যা আজ ফুল ফুটে রাস্তাটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

কুষ্টিয়া পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সূর্যমুখী ফুলগুলোর সঠিক পরিচর্যা করার জন্য, আগামীতেও আমার এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার্থে নিয়মিত গাছ লাগানোর কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন এই ছাত্রলীগ কর্মী।

কুষ্টিয়া পৌরসভার পরিকল্পনাবিদ রানভীর আহমেদ বলেন, শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে এই এনএস সড়ক বিভাজনের মাঝে থাকা ফুটন্ত সূর্যমুখী ফুলগুলো।

আমরা অন্য ফুল গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করেছিলাম এবং কিছু রোপন যদিও করেছিলাম তবে এই সূর্যমুখী ফুল রোপণ করা হয়েছে জেনে আমরা গাছগুলোতে নিয়মিত পানি দেওয়াসহ পরিচর্যা করেছি।

মেহেরপুরে স্কাউটস দিবস পালিত

বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা রোভার বিভিন্নভাবে দিনটি পালন করেছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজে পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন ও সালাম প্রদর্শনের পর একটি র্যালী মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে শুরু হয়ে মেহেরপুর প্রেক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর পথচারীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা রোভারের সহ-সভাপতি প্রফেসর নুরুল আহমেদ এর সভাপতিত্বে এবং জেলা রোভারের সম্পাদক ফররুখ আহমদ উজ্জল এর সঞ্চালনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা রোভারের কমিশনার ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ এস এম রফিকুল আলম বকুল, সহকারী কমিশনার ওয়াজেদুল হক সহ জেলা রোভারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউনিট লিডার ও রোভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর রফিকুল ইসলাম রোভার দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। মহামারী করোনার সময় ও দেশের বিভিন্ন দুর্যোগে রোভারদের ভুমিকার ভুয়শী প্রসংশা করেন তিনি। যে কোন দুর্যোগ ও দেশের প্রয়োজনে রোভারদের পস্তত থাকতে তিনি আহবান জানান। এছাড়া তিবি মেহেরপুর জেলা রোভারের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

দর্শনা ডি.এস ফাজিল মাদরাসায় এতিম শিক্ষার্থীর মাঝে আর্থিক অনুদান বিতরন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ডি.এস ফাজিল মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে রমজান ও ঈদ উপলক্ষে আর্থিক অনুদান বিতরন করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দর্শনা ডি.এস ফাজিল ডিগ্রী মাদরাসা ভবনে মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিজ অর্থায়নে ৩০ জন এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে নগদ অনুদান দেওয়া হয়।

পর্যায়ক্রমে অত্র মাদরাসার প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে এ অনুদান দেওয়া হবে। তবে এই অনুদান দেওয়াতে এতিম শিক্ষার্থীদের উচ্ছাস দেখে গতকালই মাদরাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের নিজ অর্থায়নে একটি ফান্ড তৈরি করেছেন। যে ফান্ড থেকে মাদরাসার সকল এতিম শিক্ষার্থীদের সার্বিক ভাবে সহায়তা প্রদান করা হবে।

মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আরিফুজ্জামান আরিফ জানান, অত্র মাদরাসার প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীদের বেতন, ফি ছাড় এবং তাদের খাতা, কলম, ড্রেস সহ সার্বিক সহায়তা মাদরাসার পক্ষ থেকে করা হয়। তবে চলমান রমজান ও আসন্ন ঈদ কে সামনে রেখে এই আর্থিক অনুদান প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আজ তাদের এই উচ্ছাস দেখে আমি সত্যিই অনেক আনন্দিত। আমি আরও আনন্দিত যে, আজ আমাদের মাদরাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের নিজ অর্থায়নে একটি ফান্ড তৈরি করেছেন। যে ফান্ড থেকে মাদরাসার সকল এতিম শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহায়তা করা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ আরিফুজ্জামান আরিফ, উপাধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লা, বাংলা প্রভাষক আবুল হোসেন, প্রভাষক হামিদুল ইসলাম, প্রভাষক জগলুল হায়দার আফ্রিক, প্রভাষক আঃ রশিদ, প্রভাষক মুনজুর আহমাদ, প্রভাষক মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক সাদিকুর রহমান, প্রভাষক ইব্রাহিম খলিল, প্রভাষক ফরিদা পারভিন, শিক্ষক- আবু জাফর, সুলতান হোসেন, আব্দুল হায়, আক্তার হোসেন, আল-আমীন, আনোয়ার হোসেন, বজলুর রহমান, মামুন হোসেন, নাসির উদ্দিন, শিক্ষিকা- লিনা পারভিন, নাসিমা আক্তার, ফারহানা তরফদার

সহ সকল শিক্ষক -শিক্ষিকাবৃন্দ।